উত্তরপত্র/ লেকচার -৩ (১৪.৬.২০)

ক) সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর লিখ।

১. বাওয়ালিরা রাতে বনে থাকার জন্য কেমন ঘর বানায় ২টি বাক্যে লিখ।

উত্তরঃ রাতের বেলা হিংস্র জন্তুদের হাত থেকে বাঁচার জন্য কখনও কখনও বনের ধার ঘেঁষে মাটি থেকে ৫-৬ ফুট উঁচুতে গাছের মধ্যে কাঠ বা বাঁশের মঞ্চ তৈরি করে তার উপর ঘর বাঁধে। এই ঘরকেই টং ঘর বলা হয়।

২. বাওয়ালি এবং মৌয়ালদের মধ্যে ২টি পার্থক্য লিখ।

উত্তরঃ

বাওয়ালি	মৌয়াল
১. সরকারের অনুমতি নিয়ে সুন্দরবন থেকে যারা গোলপাতা সংগ্রহ করেন তাদেরকে বাওয়ালি বলা হয়।	১. যারা মৌচাক থেকে মধু সংগ্রহ করেন, তাদের মৌয়াল বলা হয়।
২. বাওয়ালিরা সংগ্রহ করা গোলপাতা বিক্রি করে অর্থ উপার্জন করেন।	২. মৌয়ালরা সংগ্রহ করা মধু বিক্রি করে অর্থ আয় করেন।

৩. মাংসাশী প্রাণী কাদের বলা হয়? সুন্দরবনের একটি মাংসাশী প্রাণীর নাম লিখ।

উত্তরঃ যেসব প্রাণীর প্রধাণ খাদ্য মাংস তাদেরকে মাংসাশী প্রাণী বলা হয়। সুন্দরবনের একটি মাংসাশী প্রাণীর নাম হলো বাঘ।

খ) বড় প্রশ্ন (নিজের মতো বানিয়ে লিখ)।

১. সরকার সুন্দরবন থেকে কাঠ আহরণ নিষিদ্ধ করেছে কেন?

উত্তরঃ গাছ হলো আমাদের বন্ধু। গাছ আমাদের অক্সিজেন দেয়। সেই অক্সিজেন আমরা নিশ্বাস নেওয়ার সময় গ্রহণ করি। তাই একটি দেশের জন্য শতকরা ২০-২৫% বন থাকা প্রয়োজন। যে অঞ্চলে বন বা গাছপালার পরিমাণ যত বেশি সেই অঞ্চলের পরিবেশ তত বেশি মনোরম এবং মানুষের বসবাসের জন্য বেশি উপযুক্ত। এছাড়া গাছপালা পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা করে। দিন দিন বন জঙ্গল ধ্বংস করে মানুষ কলকারখানা ও বাড়ি বানাচ্ছে। বিভিন্ন কারনে সুন্দরবনের গাছপালার বৃদ্ধির হারও কমে যাচ্ছে, এমনকি এর ফলে অনেক প্রাণী আজ বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছে। যেমন–গন্ডার , চিতাবাঘ, ওলবাঘ ইত্যাদি। এবং বন ধ্বংস হচ্ছে। আর এর প্রভাব পড়ছে প্রকৃতির ওপর। কেননা এই সব গাছ উপকূলীয় এলাকার জন্য প্রাকৃতিক ঢাল হিসেবে কাজ করে। তাই ১৯৮৯ সালে সরকার সুন্দরবন থেকে কাঠ আহরণ নিষিদ্ধ করেছে।

২. বাংলাদেশের প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের বর্ণনা দাও।

উত্তরঃ সুজলা-সুফলা শস্য-শ্যামলা আমাদের এই বাংলাদেশ। পৃথিবীতে একমাত্র বাংলাদেশেই ০৬টি ঋতু আসে এবং যায়। প্রত্যেকটি ঋতুতে প্রকাশ পায় তার প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের ভিন্ন ভিন্ন রূপ। কখনও আকাশে কাল মেঘের ঘনঘটা, কখনওবা গাঢ় নীল, কখনও ফোটে কাশফুল, আবার কখনওবা বৃষ্টিতে ভিজে কদম ফুল। নদীমাতৃক এই দেশের গ্রামগুলোর ফসলভরা খেত, মেঠোপথ, সবুজ গাছপালা বাংলাদেশের প্রাকৃতিক সৌন্দর্যকে বহুগুণ বাড়িয়ে তোলে। এই দেশের বুকচিরে বয়ে যাওয়া নদীগুলো ঠিক যেন ক্যানভাসে আঁকা ছবি। পৃথিবীবিখ্যাত ম্যানগ্রোভ বন সুন্দরবন এবং পৃথিবীর সবচেয়ে দীর্ঘ সমুদ্র সৈকত কক্সবাজারসহ এদেশের উত্তর-পূর্ব ও দক্ষিণ-পূর্ব কোণের পাহাড়গুলো এদেশের সৌন্দর্যে যোগ করেছে অনন্য মাত্রা।

৩. সুন্দরবনের প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের বর্ণনা দাও।

উত্তরঃ সুন্দরবন বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে বঙ্গোপসাগরের তীরে অবস্থিত প্রকৃতির এক অপূর্ব লীলাভূমি। এটি পৃথিবীর সবচেয়ে বড় প্রাকৃতিক ম্যানগ্রোভ বন। এই বনে রয়েছে হাজারো প্রজাতির পশুপাখি, গাছপালা ও মৎস্য সম্পদ। এই বনে রয়েছে পৃথিবী বিখ্যাত রয়েল বেঙ্গল টাইগার। রয়েছে মায়া, চিত্রাসহ বিভিন্ন প্রজাতির হরিণ, বানর। এই বনের কেওড়া গাছের শাঁসমূলগুলো দেখলে মনে হয় যেন তা সুন্দরবনকে মায়ায় আগলে রেকেছে। প্রতিদিন দু'বেলা জোয়ার-ভাটা একদিকে এই বনকে সজীব ও প্রাণবন্ত রাখে। এই বনের বুক চিরে বয়ে চলেছে বেশ কয়েকটি নদী, যা বনের গাছপালাকে স্বাদুপানি সরবরাহের পাশাপাশি এই বনের সৌন্দর্যকেও বহুগুণে বাড়িয়ে দিয়েছে। নদীতে বেশকিছু প্রজাতির ডলফিন ও কুমির রয়েছে। সুন্দরবনের হিরণপয়েন্ট থেকে সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তের দৃশ্য অত্যন্ত মনোহর।

গ) শূণ্যস্থান পূরণ করঃ

১. আমাদের ..জন্মভূমি ..বাংলাদেশ।
২. আমাদের দেশের.. দক্ষিণ-পশ্চিম.. কোণে বঙ্গোপসাগর।
৩. সুন্দরবনের ..তিনপাশে.. ছড়িয়ে আছে অনেক গ্রাম।
৪. মানুষ সুন্দরবন থেকে কাঠ ও মধু সংগ্রহ করে।
৫. মৌমাছিরা গাছের ডালে মৌচাক বানায়।
৬. এই বনে অনেক ভয়ঙ্কর ও হিংস্র প্রাণী আছে।
৭. বাওয়ালিরা মাটি থেকে ছয় ফুট ওপরে ঘর তৈরি করে।
৮. মানুষ লবণাক্ত পানি খেতে পারে না।
৯. বাওয়ালিরা ছোট ছোট পানির পাত্র সাথে বাখেন।
১০. বাওয়ালিরা এই পানি খুবই সাবধানে ব্যবহার করেন।
১১. সুন্দরবনের মধ্য দিয়ে লবণাক্ত পানির নদী ও খাল বয়ে চলেছে।
১২. বঙ্গোপসাগরের তীরে সুন্দরবন অবস্থিত।
১৩. গ্রামের মানুষ কৃষিকাজ করেন।
১৪. মৌমাছিরা গাছে গাছে মৌচাক বানায়।
১৫. বাওয়ালির কাজ খুবই কষ্টেকর।
১৬. বাঘ মানুষকে আক্রমণ করে।
১৭. সুন্দরবনের পানিতে আছে মাছ, কুমির ও হাঙর।
১৮. বাওয়ালিদের গাছের ওপর বানানো ঘরকে বলে টংঘর।

ঘ) তোমার দেখা কিছু পেশার নাম লিখ। (শিক্ষার্থীরা নিজেরা লিখবে)